ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'চন্দ্রমুখী'র চরিত্রে ভয় দেখালেন কঙ্গনা

পৃঃ ৫

২০২৬ বিশ্বকাপ মেসি ম্যাজিকে জয় দিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করলো আর্জেন্টিনা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৩ ● কলকাতা ● ২৬ ভাদ্র, ১৪৩০ ● বুধবার ● ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের ম্যারাথন

জিজ্ঞাসাবাদ সামলে সিজিও থেকে বেরলেন নুসরত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্লয়াট প্রতারণা মামলায় সামনে এসেছিল তাঁর নাম। ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি । ৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষ পর্যন্ত সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানকে । এদিন সকাল ১০টা ৪২ মিনিট নাগাদ তিনি সিজিও কমপ্লেসে আসেন, বিকাল ৫টা ১১ মিনিট নাগাদ তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হতে দেখা যায়।অন্যদিকে ইডি সূত্রে পাওয়া খবর, তদন্তে সহযোগিতা করেছেন তিনি। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে সেই সংস্থায় ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, কীভাবে তিনি ডিরেক্টর হয়েছিলেন, কোনওভাবে তিনি আর্থিকবাবে লাভবান হয়েছিলেন কিনা তাও জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ উঠেছে, প্রতারণার দু'কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন নুসরত। তা নিয়েও এদিন নুসরতকে নানা প্রশ্ন করা হয় বলে খবর। ফ্লয়াট কেনার টাকার উতস সম্পর্কিত যাবতীয় নথি নুসরত ইডির

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেককে জেরা করলেও

এখনই গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি, নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতে সাময়িক স্বস্তি পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আগামীকাল অর্থাত ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। সেদিনই ছিল লোকসভার বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক।উল্লেখ্য, লিপস এন্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে ইডি জানিয়েছিল, এখনও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ওই সংস্থার সিইও পদে রয়েছেন। এরপরেই হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন তোলেন, কেন অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠানো হচ্ছে না। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে তিনি ইডিকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তলব করা হল অভিষেককে। তবে তাঁর মধ্যেই তাঁকে গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষাও দিয়ে দিল আদালত।দিল্লিতে সেই বৈঠকের দিনই অভিষেককে তলব করেছিল ইডি। তবে তারপরেই রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। তার শুনানিতেই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দিলেন, জেরা করলেও অভিষেককে আপাতত গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি ।

উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবারই স্পেন সফরে রওনা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে থেকেই সেই সফরের কথা ঠিক ছিল। ঠিক তার পরেরদিন, অর্থাত বুধবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। গত রবিবার সন্ধ্যায় অভিষেক নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

বিদেশ যেতে যেতেই

প্রশাসনে বিরাট রদবদল মমতার, বদলে গেল বহু জেলাশাসক!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মন্ত্রীসভার পর এবার প্রশাসনিক পদে ব্যাপক রদবদল। এদিন সকালে স্পেন রওনা হওয়ার পরই রাজ্যের একাধিক জেলায় প্রশাসনিক বদলি হল। পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, দার্জিলিং, হাওড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং-এর জেলাশাসক বদলি হয়ে গেল।কে রাধিকা আইয়ার কে বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক পদ থেকে পাঠানো হলো তে প্রোজেক্ট ডিরেক্টর পদে। পবন কাদিয়ানকে কোচবিহার থেকে পাঠানো হলো অর্থ দফতরের বিশেষ সচিব পদে। শশাঙ্ক শেঠিকে নদীয়া থেকে পাঠানো হলো পর্যটন দফতরের বিশেষ সচিব পদে। টি বালাসুব্রহ্মণ্যম (আইএএস) কে কালিম্পং জেলার জেলাশাসক করা হলো।

আর বিমলাকে কালিম্পং থেকে পাঠানো হল আলিপুরদুয়ার জেলায়। এস পোনামবালামকে দার্জিলিং থেকে পাঠানো হল পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। সুরেন্দ্র কুমার মীনাকে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে পাঠানো হল উত্তর দিনাজপুর জেলায়। অরবিন্দ কুমার মিনাকে উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে

এরপর ৩ পাতায়

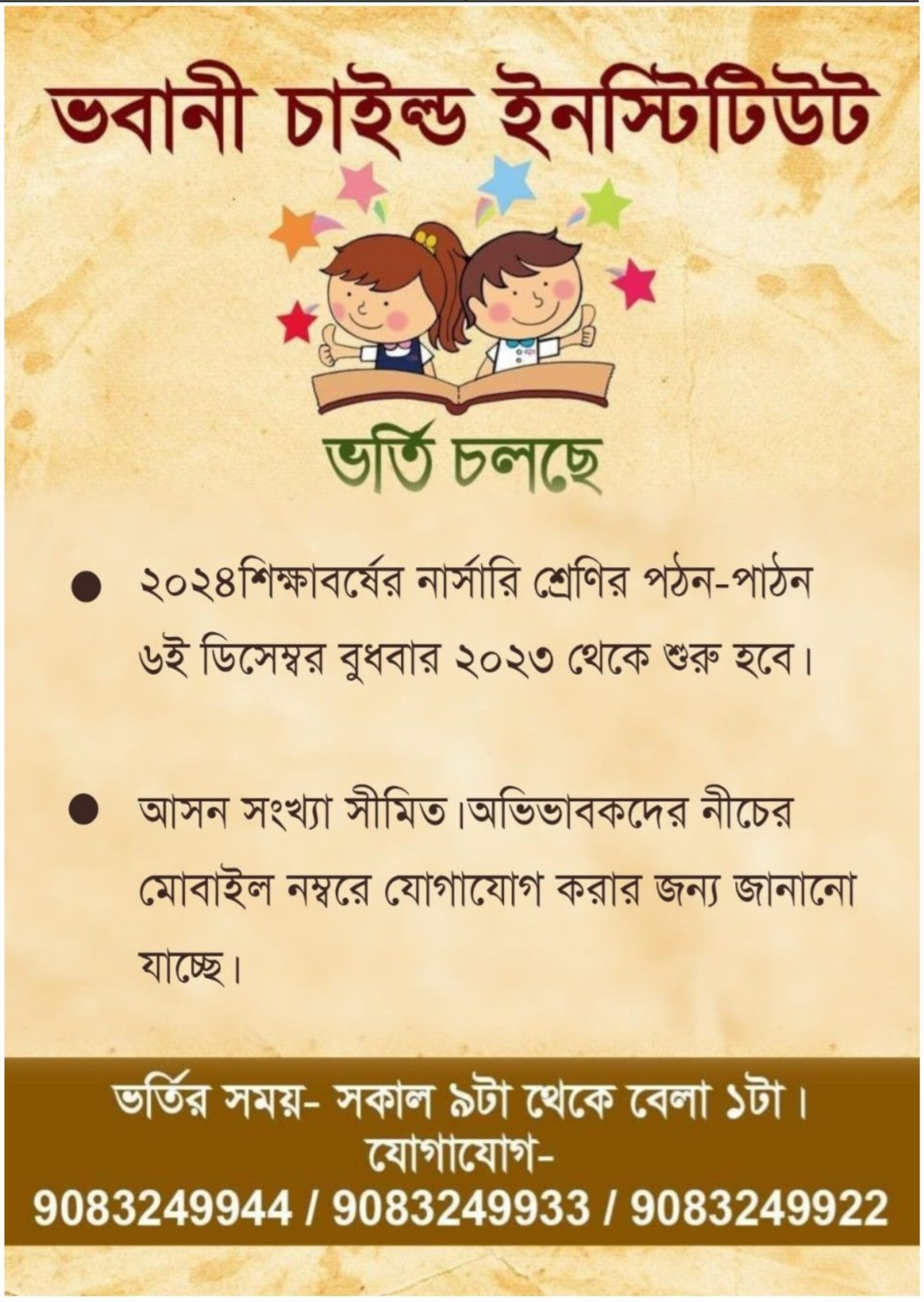

পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে যাব'!

রানিনগরকাণ্ডে ধৃত নেতাকর্মীর 'দশা' দেখে হুঁশিয়ারি অধীরের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রানিনগরকাণ্ডে ধৃত নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে লালবাগ উপ-সংশোধনাগারে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। কিন্তু খালি হাতে ফিরতে হল বহরমপুরের সাংসদকে। ধৃতদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তা নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন অধীর। নেতাকর্মীদের বন্দি অবস্থা নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন।প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ও বাম সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে এমন অভিযোগ ওঠায়, ওই দুই দলের আক্রমণে শুক্রবার বিকেলে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানা চত্বর। থানা ও তৃণমূলের একটি দলীয় দফতর ভাঙচুর করা হয়। তৃণমূল দফতরের আসবাবপত্র বাইরে এনে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের সঙ্গে হয় ধস্তাধস্তিও। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ পাল্টা কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। রাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অধীরের অভিযোগ, "শান্তিপূর্ণ সভায় ইচ্ছাকৃত ভাবে প্ররোচনা দিয়েছে পুলিশ ও তৃণমূল।"

রানিনগরে সংঘর্ষ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা কংগ্রেস নেতা-সহ মোট ৩৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের লালবাগ আদালতে হাজির করানো হলে সকলকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।অধীরের দাবি, তাঁর সঙ্গে আইনজীবী থাকলেও তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। আর ধৃত নেতাকর্মীদের এমন ভাবে রাখা হয়েছে, তাঁরা যেন কোনও জঙ্গি! এর প্রেক্ষিতে পুলিশের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা করারও হুঁশিয়ারি দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।মুর্শিদাবাদের রানিনগরের কংগ্রেস কর্মীসমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে মোট ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে তাঁরা লালবাগ উপ-সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। মঙ্গলবার অধীর তাঁর সঙ্গে আইনজীবীকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ অধীরদের সেই অনুমতি দেননি। অ নিয়ে ক্ষুব্ধ অধীর বলেন, "আমার সঙ্গে যে আচরণ করা হল, তাতে মনে হচ্ছে আমি কাশ্মীরে কোনও সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম! আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও উকিলের সঙ্গে বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে কথোপকথন করতে হল।" এর পর পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অধীর বলেন, "অনেক আইএএস, আইপিএসকে প্রতি দিন দেখি। কিন্তু এখানকার আইএএস, আইপিএসদের মতো দালালি করতে কাউকে দেখিনি।" এর পর পুলিশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদলতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অধীর। তিনি বলেন "আমার সহযোগীদের ছাড়াব। যারা যারা সেই রাতে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে যাব। আমরা ছেড়ে কথা বলব না।"

নারদকর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে

কলকাতায় তলব করল সিবিআই, সোমবার সকালে হাজিরার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নারদ কেলেঙ্কারিতে আবার সক্রিয় হল সিবিআই। নারদকর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় কলকাতার নিজাম প্যালেসে (যেখানে সিবিআই দফতর রয়েছে) হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে।

নারদের ভিডিয়োতে ততকালীন তৃণমূলের নেতা তথা অধুনা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গিয়েছিল। যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু। তার পর থেকেই নারদ কেলেঙ্কারিতে কেন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না, এই নিয়ে বার বার সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে আবার এই কেলেঙ্কারিতে সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে প্রকাশ্যে আসে নারদকাণ্ড। নারদের তোলা গোপন ভিডিয়োয় (যা আনন্দবাজার অনলাইন যাচাই করেনি) তৃণমূলের ততকালীন নেতা-নেত্রী এবং কিছু পুলিশ অফিসারকে টাকা নিতে দেখা যায়।

খাস কলকাতায় গাছ কাটা হচ্ছে,

অভিযোগ পেয়েই বালিগঞ্জে ছুটলেন রাজ্যপাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি বৈঠকে গাছ কাটা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ঠিক তার পরদিন মঙ্গলবার গাছ কাটার অভিযোগ খুঁটিয়ে দেখতে এবার ঘটনাস্থলে নিজেই পৌঁছে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত গুরুসদয় রোডের একটি অবসানের সামনে গাছ কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ পান রাজ্যপাল।এছাড়া কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে পৌঁছে যান রাজ্যপাল। এমন ঘটনা আরও রয়েছে। কিছুদিন আগে রামনবমীর অশান্তির পর হুগলির রিষড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তির খবর শুনে ভাঙড় এবং ক্যানিংয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিষ্ফোরণের পরেও তাঁকে সেখানে দেখা গিয়েছিল। এমনকী রাজভবনের কাছে আগুন লাগার ঘটনারয় সেখানে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। এবার গাছ কাটার খবর পেয়ে পৌঁছে গেলেন বালিগঞ্জে।আর তখনই রাস্তায় নেমে পড়েন তিনি। এই কথা শুনে চলে গেলেন বালিগঞ্জের রোনাল্ড রোডে। গাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগ পেয়ে বালিগঞ্জে পৌঁছন তিনি। রাজভবনে অভিযোগ এসেছিল, ওই এলাকায় গাছ কাটা হচ্ছে। তা খতিয়ে দেখতেই যান রাজ্যপাল।

এদিকে অকুস্থলে পৌঁছে সেখানের স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনকী ওই অবসানের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। রাজ্যপাল জানান, যে অসাধু ব্যক্তিরা গাছ কেটেছে সেটা খতিয়ে দেখা হবে। তবে একটা গাছ কাটলে ও আমরা সেখানে ১০০টি গাছ লাগিয়ে দেব। মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই বিষয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। রোনাল্ড রোড এলাকার মানুষ অভিযোগ জানান, একটি বিশাল প্রাচীন গাছ বেআইনিভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে। এই অভিযোগ রাজ্যপাল পেয়েই খতিয়ে দেখতে বালিগঞ্জে যান। কাটা গাছের স্মরণে তিনি রাজভবনে পিপুল গাছের চারা পুঁতবেন বলেও জানিয়েছেন।

অন্যদিকে আজকে রাজ্যপালের সুর ছিল একটু নরম। তিনি বলেন, 'সাফল্য আসবে যখন আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আমরা একসঙ্গে কাজ করলে উন্নতি হবে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করলে সাফল্য অর্জন করা যায়।' এদিন তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেন। তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। বন দফতরের লোকজন এসে গাছ কাটা বন্ধ করে বলে জানান একজন স্থানীয় বাসিন্দা। সে কথা সুনে এদিন রাজ্যপাল সেখানকার বাসিন্দাদের আশ্বাস দেন, আরও গাছ লাগানো হবে। পাশাপশি তিনি তাদের সমস্যার কথাও শোনেন।

উপাচার্য বিল আটকে রাখায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে

মামলা, হলফনামা তলব হাই কোর্টের

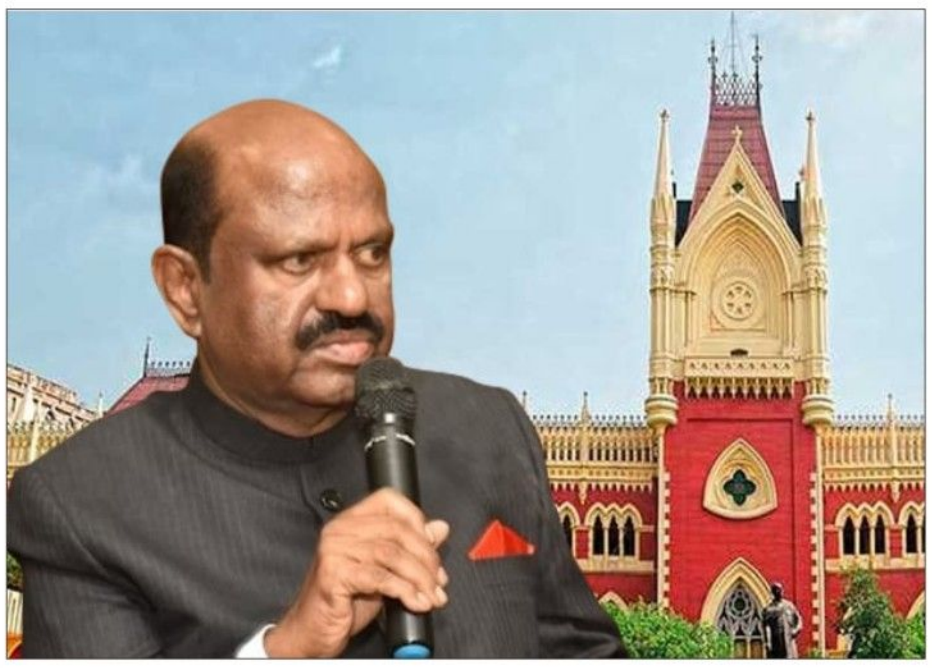

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজভবন-রাজ্যের দ্বন্দ্বের মধ্যেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা কলকাতা হাই কোর্টে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুখ্যমন্ত্রী, এই মর্মে বিধানসভায় বিল পাশ করেছিল রাজয় সরকার। কিন্তু বিলটি আটকে রেখেছে রাজভবন। ফলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ।এক, বিলে স্বাক্ষর করে আইনে পরিণত করতে পারেন।

দুই, বিলে স্বাক্ষর না করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেন।

তিন, বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারেন।

কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করেননি রাজ্যপাল। এনিয়ে হাই কোর্টে মামলা করেন এক আইনজীবী।

সেই মামলার শুনানিতে এদিন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের হলফনামা তলব করেন। বিল নিয়ে পদক্ষেপ করার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করার এক্তিয়ার হাই কোর্টের আছে কি না তা জানতে চেয়েছে আদালত। হলফনামায় জানাবেন রাজয়পাল। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ অক্টোবর।এনিয়ে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন জনৈক আইনজীবী। সেই মামলাতে মঙ্গলবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজ্যপাল। ধনকড় জমানায় রাজ্য-রাজভবন তিক্ততার জেরে এবিষয়টি বদলে ফেলতে গত বছর জুন মাসে বিধানসভায় বিল পাশ করে রাজ্য। তা আইনে পরিণত হওয়ার জনয় রাজ্যপালের স্বাক্ষ্র প্রয়োজন। কিন্তু সেই স্বাক্ষর এখনও করেননি রাজ্যপাল। প্রায় ১৬ মাস ধরে বিলটি রাজভবনে পড়ে রয়েছে। মামলাকারীর দাবি, বিলটি নিয়ে তিনটি পদক্ষেপ করতে পারতেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

রাজ্য পুলিশ মহলে বড়সড় রদবদল,

একসঙ্গে বদলি করা হল ৩১ জন আইপিএস-কে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রশাসনিক পদে রদবদলের পর রাজ্যের পুলিশ মহলেও বড়সড় রদবদল। গত অগাস্ট মাসে চার শীর্ষ পদাধিকারী পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছিল। এবার রাজ্যে ৩১ জন আইপিএস অফিসাররে বদলি করা হল। প্রসঙ্গত, গত মাসের শুরুতেই স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে মোট চার জন আইপিএস অফিসারের রদবদল করা হয়। সমস্ত বদলিকেই রুটিন বদলি হিসাবে জানানো হয়েছে।

এর আগে মার্চ মাসে রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে বদল হয়। মোট ৫১ জন পুলিশ আধিকারিককে বদল করা হয়। বদলি করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান মুরলীধরকে। তাঁর বদলে গোয়েন্দা প্রধান শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী।নবান্ন সূত্রে খবর, অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী, যিনি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার ছিলেন , তাঁকে আইজি জলপাইগুড়ি রেঞ্জ করা হল।মুকেশ ছিলেন ডিআইজি বাঁকুড়া, তাঁকে ডিআইজি মুর্শিদাবাদ করা হল। সি সুধাকর ছিলেন জলপাইগুড়ির ডিআইজি । তাঁকে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার করা হল। রশিদ মুনির খান, ডিআইজি মুর্শিদাবাদ ছিলেন। তাঁকে ডিআইজি হেড কোয়ার্টার করা হল।

সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বারুইপুরের এসপিকেও। বারুইপুরের এসপি পুষ্পাকে কলকাতা পুলিশের কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটেলিয়ন টু-তে পাঠানো হয়েছে ডিসি করে। পুষ্পার জায়গায় আনা হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পলাশ চন্দ্র ঢালিকে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে যেভাবে ভাঙড়ের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল, তাতে বারবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে অশান্তির যে অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তা চলছিল ভোট পরবর্তী পর্যায়েও। গণনার রাতেও তিন জনের মৃত্যু হয়। ভাঙড়ে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়। এরপর ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের আওতায় আনা হয়।

টাকা পাচার করতে বিদেশে যাচ্ছেন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবি শুভেন্দুর

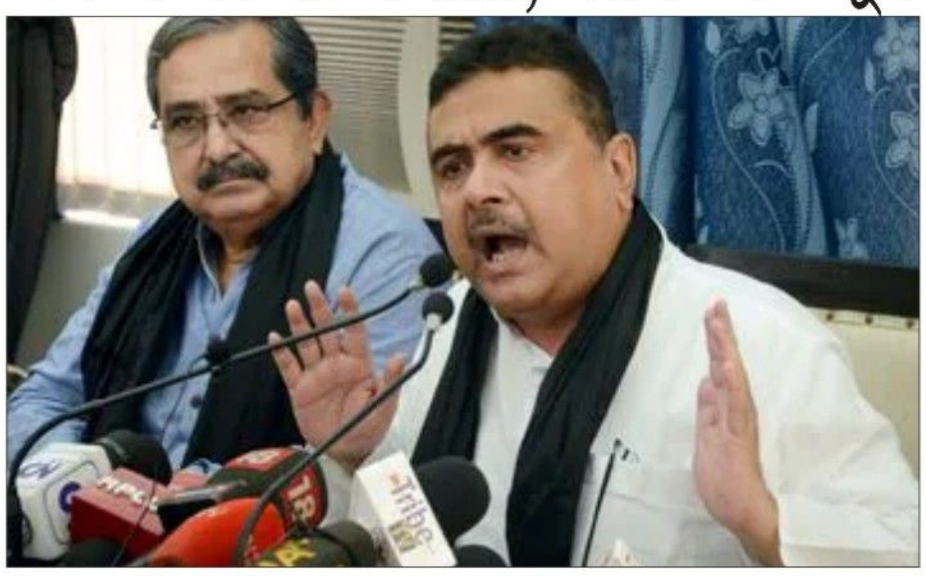

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাকা 'সাইফন' (পাচার) করতে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশযাত্রাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর প্রশ্ন, ভাইপোর দুবাই সফরের পরই মুখ্যমন্ত্রী দুবাই যাচ্ছেন কেন? স্পেনের বাণিজ্যনগরী বার্সেলোনা ও দুবাইয়ে শিল্প সম্মেলন করার কথা রয়েছে তাঁর। আর মুখ্যমন্ত্রী যখন বিমানে উঠছেন তখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'ওখানে টাকা সাইফন হচ্ছে। দুবাইতে কিছু আইন আছে যেখানে বেআইনি টাকা সাইফন হয়। এর আগে ভাইপো, ভাইপোর স্ত্রী ও ভাইপোর শ্যালিকা প্লট রেডি করেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্লটের সাক্ষী। তিনি দুবাইকে ট্রানজিট পয়েন্ট করেছেন স্পেনে যাওয়ার জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাওলার মাধ্যমে হুন্ডির মাধ্যমে যে টাকা তার পরিবার সরাচ্ছে সেই টাকাকে ওখানে সুরক্ষিত করার জন্য'।

বলে রাখি, গত মাসেই বিদেশ সফর থেকে ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো তথা তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও দুবাই হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্ন, পাশ্চাত্যের দেশে যেতে দুবাইকেই কেন ট্রানজিট পয়েন্ট করছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাইপো?মঙ্গলবার ১২ দিনের বিদেশ সফরে দুবাই হয়ে স্পেনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

অভিষেককে জেরা করলেও এখনই গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি, নির্দেশ হাইকোর্টের

সেকথা। সমন্বয় কমিটির বৈঠকের দিনই তাঁকে ডেকে পাঠানোয় নাম না করে ৫৬ ইঞ্চির ছাতিকে কাপুরুষ এবং অন্তঃসারশূন্য বলে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি।এর আগে শেষবার অভিষেককে ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল পঞ্চায়েত ভোটের আগে। সেই সময় নবজোয়ার যাত্রায় ভোটের প্রচারে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।যদিও সেবারে যাত্রা থেকেই অভিষেক সাফ জানিয়েছিলেন, ভোটের আগে ইডির কাছে হাজিরা দিয়ে নষ্ট করার মতো সময় নেই তাঁর কাছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন মেটার পর ডাকলে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তবে তারপর আর তাঁকে তলব করেনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তার মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখের অস্ত্রোপচার করিয়ে ফিরেও আসেন অভিষেক। তারপরেই তাঁকে ডেকে পাঠ্য কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

সূত্রের খবর, আগামীকাল ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন না অভিষেক। বরং সিজিও কমপ্লেক্সেই হাজিরা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং পার্থ ভৌমিক। তাতেই তাঁরা জানান, অভিষেকের শিরদাঁড়া সোজা, তদন্তের মুখোমুখি হতে ভয় পান না তিনি। 'সেটা আগামিকাল আপনারা দেখে নেবেন,' জানিয়েছেন পার্থ ভৌমিক। অর্থাত অভিষেক যে আগামীকাল ইডির দফতরেই হাজিরা দিতে চলেছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

১-ম পাতার পর

বিদেশ যেতে যেতেই প্রশাসনে বিরাট রদবদল মমতার, বদলে গেল বহু জেলাশাসক!

পাঠানো হল কোচবিহার জেলায়। বাঁকুড়ার জেলাশাসক করা হল এন সৈয়দকে। জলপাইগুড়ি জেলায় জেলাশাসক করে পাঠানো হল শামা পরভীনকে। দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক করা হল প্রীতি গোয়েলকে। বিদেশ যাওয়ার আগে সেই রদবদলে সম্মতি দিয়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাশাসককে নিয়ে আসা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলার দায়িত্ব দিয়ে। আবার দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলাশাসককে পাঠানো হয়েছে উত্তরের জেলার দায়িত্ব দিয়ে। এস অরুণ প্রসাদ ছিলেন বর্ধমান পশ্চিমের জেলাশাসক গেলেন নদীয়া জেলার জেলাশাসক পদে।এতদিন নদিয়ার জেলাশাসক ছিলেন শশাঙ্ক শেঠি। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক করা হয়েছে শ্রী পোন্নামবালামকে।

পি দীপাপ প্রিয়াকে হুগলির জেলাশাসক পদ থেকে হাওড়ায় আনা হল। হাওড়ার জেলাশাসক মুক্তা আরিয়াকে পাঠানো হল হুগলিতে। প্রিয়াঙ্কা শৃংলা পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক ছিলেন। তাঁকে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের বিশেষ সচিব পদে। মৌমিতা গোদারা জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক পদে ছিলেন তাকে পাঠানো হলো স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব পদে।

১-ম পাতার পর

৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ সামলে সিজিও থেকে বেরলেন নুসরত

কাছে জমা দিয়েছেন বলে খবর। জমা দিয়েছেন আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যঙ্ক ডিটেলস। সেই সমস্ত নথি দেখেই রাকেশ সিং ও রূপলেখা মিত্র সহ ওই সংস্থার বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন ইডির আধিকারিকার। তারপর ফের যদি নুসরতকে ডাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তা করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রে খবর।তবে এদিন যেভাবে তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসেন তাতে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসীও দেখায়। তবে তাঁকে ফের ডাকা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিশেষ কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি এটা জানিয়েছেন, তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্থাত তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন।

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ১৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভবঃ কর্মসূচীর সূচনা করবেন

নতুন দিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করে তুলতে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ১৩ সেপ্টেম্বর আয়ুষ্মান ভবঃ কর্মসূচীর সূচনা করবেন। সুদূরপ্রসারী এই কর্মসূচীটি ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে এটি একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। আগামীকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া, দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীণ পাওয়ার এবং অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল, নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য ডাঃ ভি কে পল, লোকসভার সদস্যবৃন্দ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। জেলা সদর, ব্লক সদর এবং বিভিন্ন গ্রামের সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীরাও ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়ুষ্মান ভবঃ প্রকল্পটি কার্যকর করা হবে। দেশের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির সুফল পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে এটি একটি সর্বাঙ্গীন জাতীয় উদ্যোগ। আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রত্যেক নাগরিক যাতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত 'সেবা পাখওয়াড়া' পক্ষের আয়োজন করা হয়েছে। দেশজুড়ে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং সম্প্রদায় যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিক যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করবে। এই উদ্যোগে কেউ যাতে বাদ না পড়েন সেটি নিশ্চিত করা হবে। আয়ুষ্মান ভবঃ কর্মসূচীটিকে স্বাস্থ্য দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে যৌথ ভাবে বাস্তবায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ গ্রামপঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলি মূল উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ভৌগলিক বাধা অতিক্রম করে প্রতিটি গ্রাম এবং শহরে সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়, কেউ যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ না পড়েন সেগুলি নিশ্চিত করা হবে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে আয়ুষ্মান সভার আয়োজন করা হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আয়ুষ্মান ভবঃ, আয়ুষ্মান আপকে দোয়ারে ৩.০ এবং আয়ুষ্মান মেলার মত কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভবঃ কর্মসূচীর তিনটি ক্ষেত্র হল :-

আয়ুষ্মান আপকে দোয়ারে ৩.০ :- পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পের আওতায় যেসব সুবিধাভোগী এখনও আয়ুষ্মান কার্ড পাননি তাদের কাছে এই কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এইচডাব্লুসি এবং সিএইচসি-র মত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আয়ুষ্মান মেলা :- আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যকেন্দ্র - এইচডাব্লুসি এবং সিএইচসি-তে এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত পরিচয়পত্র-আভা আইডি তৈরি করা হবে। এছাড়াও আয়ুষ্মান ভারত কার্ড সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে রোগের দ্রুত শনাক্তকরণ, সর্বাঙ্গীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে টেলিকনসালটেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শের মত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। আয়ুষ্মান সভা :- প্রতিটি গ্রামে এই সভার আয়োজন করা হবে। সভায় উপস্থিত সকলকে আয়ুষ্মান কার্ড এবং আভা পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। এখানে সংক্রমিত নয় এধরনের ব্যাধি, যক্ষ্মা এবং সিকল সেলের মত অসুখ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। ভারতে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়ুষ্মান ভবঃ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে 'হেলদি ভিলেজ' অর্থাৎ রোগমুক্ত গ্রাম এবং 'হেলদি গ্রাম পঞ্চায়েত' অর্থাৎ রোগমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলা হবে। যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির সুফল প্রত্যেক মানুষের কাছে সফলভাবে পৌঁছে দেবে তাদের 'আয়ুষ্মান গ্রাম পঞ্চায়েত' সম্মানে ভূষিত করা হবে। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে 'আয়ুষ্মান আর্বান ওয়ার্ড' সম্মান প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচীর সূচনার প্রাক্কালে এর প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। ডাঃ মান্ডভিয়া রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছে এই প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। তিনি প্রতি বছর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্য মেলা আয়োজন করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে প্রস্তাব দিয়েছেন। এছাড়াও ব্লক স্তরে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ যাতে একটি করে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য মেলায় কোন ব্যক্তির অসুখ ধরা পড়লে তার যাতে যথাযথ চিকিৎসা হয়, মন্ত্রী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিটি গ্রামে ২ অক্টোবর স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনার পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে গ্রামগুলি রোগ মুক্ত থাকবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তম্ভ হিসেবে অঙ্গদান ও রক্তদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী এই দুটি বিষয়ের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন।

২০২৪ সালের পদ্ম সম্মানের জন্য মনোনয়ন

জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৫ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নির্বাচিত করার জন্য অনলাইনে মনোনয়ন গ্রহণ বিগত পয়লা মে থেকে শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল https://awards.gov.in/ -এ পদ্ম সম্মানের জন্য নাম সুপারিশ করা যাবে। দেশের অসামরিক পুরস্কারের মধ্যে পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী সর্বোচ্চ সম্মান। পদ্ম সম্মানে যাঁদের ভূষিত করা হয়, ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে সেই নামগুলি ঘোষিত হয়। অনন্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়। শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, ওষুধ, সামাজিক কাজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনসেবা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কাজের জন্য পদ্মসম্মান দেওয়া হয়। যেসব কর্মীরা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থায় কাজ করেন তাঁরা বাদে বাকিরা এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীদের অবশ্য পদ্মসম্মানে ভূষিত করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার পদ্মসম্মানকে জন সম্মানে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টালে নাম সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। মহিলা, সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর নাগরিক, তপশীলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, ভিন্নভাবে সক্ষম সহ যাঁরা সমাজের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁদের স্বীকৃতি দিতেই এই সম্মান প্রদান করা হবে।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টালে এই পুরস্কারগুলির জন্য মনোনয়নপত্র / সুপারিশপত্র জমা দেওয়া যাবে। এই পোর্টালে (https://awards.gov.in) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট ফরম্যাট রয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে ৮০০ শব্দের মধ্যে বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https://mha.gov.in/ -এ 'অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড মেডেলস' শাখায় এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এছাড়াও https://padmaawards.gov.in/ -পোর্টালেও এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx -পোর্টালে পাওয়া যাবে।

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী বিশ্বনেতৃবৃন্দকে ভারতের তরফে উপহার

শ্রীজাতা সাহা সাহু : নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা হল উপহার সামগ্রী বিনিময়। নতুন দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের সময় ভারত সম্মেলনে আগত বিশ্বনেতৃবৃন্দের হাতে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিয়েছে। এইসব উপহার সামগ্রীতে দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছোঁয়া রয়েছে। এখানে হস্তশিল্পীদের সুন্দর সুন্দর শিল্পকর্ম যেমন রয়েছে পাশাপাশি, সেই শিল্পকর্মে এদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য-ও স্থান পেয়েছে। এগুলি আগামীদিনে এই সম্মেলন সম্পর্কে স্মৃতিচারণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠবে। যে সব উপহার সামগ্রী অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের মধু, দার্জিলিং-এর অরেঞ্জ পিকো চা, নীলগিরির চা, আরাকু উপত্যকার কফি, কাশ্মীর উপত্যকার জাফরান এবং রাষ্ট্রনেতাদের স্ত্রীদের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সুন্দর নক্সার স্টোল। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন গড়ে উঠেছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর অববাহিকায়, বঙ্গোপসাগরের তীরে। এই বনে মৌমাছি চাক বানায়। মৌ-চাষের আগে এই অঞ্চলের মানুষ জঙ্গলে ঢুকে মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করতো। এঁরা মৌলি নামে পরিচিত।

সুন্দরবনের লোভনীয় মধু এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের প্রতিফলন। এখানে খালিসা, বানি, গড়ান - সহ বিভিন্ন ফুলের মধু পাওয়া যায়। ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক সুন্দরবনের মধুর গুণ এক কথায় বলা যায় অপরিসীম। দার্জিলিং-এর অরেঞ্জ পিকো চা এবং নীলগিরির চা ভারতের চা শিল্পের দুটি মূল্যবান রত্ন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের চা চাষের বৈশিষ্ট্যের কারণে এই দুই ধরনের চা কিছুটা পৃথক। দার্জিলিং-এর চা বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার বা ৫ হাজার ফুট উচ্চতায় কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ে এই চায়ের চাষ হয়। এই অঞ্চলের মাটির বিশেষ গুণের কারণে দার্জিলিং-এর সুগন্ধী চা যখন আপনার টেবিলে পৌঁছায়, তখন সেই চায়ে দ্রুত চুমুক না দিয়ে থাকা যায় না।

নীলগিরির চা দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট বা তিন হাজার ফুট উচ্চতায় এই চায়ের চাষ হয়। নীলগিরির চা মাঝারি মাপের কড়া স্বাদের। তবে, এর এক অদ্ভুদ সুন্দর গন্ধ রয়েছে। মূলত আইস টি-তে লেবুর রস দিয়ে এই চা খেতে অনবদ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আরাকু কফি, তার অতুলনীয় মশলাদার স্বাদের জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতির সঙ্গে সুন্দর সহাবস্থানে আরাকু উপত্যকার কৃষকরা এই কফির চাষ করেন। এখানে কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয় না। পুরো কফি উৎপাদন হয় যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। বিশেষ ধরনের জৈব গুণসম্পন্ন এই কফি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। কাশ্মীর উপত্যকার জাফরানকে অনেক সময়ই 'লোহিত সোনা' বলা হয়। হাজার হাজার ফুলের থেকে মাত্র কয়েক গ্রাম জাফরান পাওয়া যায়। এক ধরনের অ্যাসিড এবং ক্রোসিনের সংমিশ্রণে তৈরি ক্রোসেটিনের কারণে লালচে কমলা রঙের জাফরান বছরে খুব কম সময়ে চাষ হয়। স্বাদে এবং গন্ধে অতুলনীয় এই জাফরানের অক্টোবরের শেষে চাষ শুরু হয়। নভেম্বরে জাফরান ফুল তুলে ফেলতে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি হাব্বা খাতুন যিনি কাশ্মীরের নাইটিঙ্গেল নামে পরিচিতা, জাফরানকে তাঁর কবিতায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। রান্না ব্যবহৃত জাফরানের অনেক গুণ আছে। জাফরান থেকে পাওয়া তেল ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। জাফরানে পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, ক্যালসিয়াম, সেলেনিয়াম, তামা, দস্তা এবং ম্যাগনেসিয়াম-সহ বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। এছাড়াও এতে ফলিক অ্যাসিড, নিয়াসিন, রিবোফ্লেবিন, ভিটামিন এ এবং সি রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার ২৬ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

গরু পাচার অতীত! বাংলা থেকে ভিন রাজ্য ও দেশের বাইরে পাচার হচ্ছে হাতি, হাইকোর্টে মামলা

গত বছর থেকে গরু পাচার ইস্যুতে বহু জলঘোলা হয়েছে বাংলায়। গরু পাচার কাণ্ডে সিবিআই এর হাতে গ্রেফতার হন তৃণমূলের তাবড় নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বর্তমানে দিল্লির তিহাড়ে ঠাঁই হয়েছে তার। চলছে মামলা। এরই মধ্যে এবার বাংলা থেকে ভিন রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশে হাতি পাচারের অভিযোগ উঠল কলকাতা হাই কোর্টে।এই ইস্যু তুলে মামলাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইনজীবী বলেন 'বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন ১৯৭২' অনুযায়ী, সকল বন্যপ্রাণী সরকারের সম্পদ। কোনও কারণেই সরকারের অনুমতি ছাড়া বন্দি হাতি এক ব্যক্তিকে দেওয়া, কেনা-বেচা, স্থানান্তর করা যায় না। হাতি রাজ্যের সম্পত্তি। এক রাজ্যের হাতি অন্য রাজ্যে এভাবে পাচার করা অপরাধ। তাই বিহার থেকে ওই তিন হাতিকে ফিরিয়ে আনার আবেদন করা হয়েছে।

যেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

অভিযোগ, এ রাজ্য থেকে প্রায় ২৬টি থেকে ২৮টি হাতি অন্য দেশে বা অন্য রাজ্যে পাচার হয়ে গিয়েছে। কেপ ফাউন্ডেশন নামে একটি পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। গতকাল হাই কোর্টের বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ও রবি কৃষান কাপুরের ডিভিশন বেঞ্চ এই নিয়ে হলফনামা তলব করেছে।

মামলাকারী সংস্থার আইনজীবী আদালতে জানান, পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে ধীরে ধীরে সার্কাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাতি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পাচারের খবর সামনে এলে তাদের যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে হাতিগুলিকে যত্নআত্তি করে প্রতিপালন করা হচ্ছে। তবে এর আড়ালে হাতিগুলিকে দিয়ে খাটানো হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অভিযোগ, বর্তমানে কাজে না লাগায় নটরাজ সার্কাস কোম্পানি তাদের তিনটি হাতি ভিন রাজ্যে বিক্রি করে দেয়। পরে বিহারের এক আশ্রম থেকে তাদের খোঁজ মেলে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানায় তারা এগুলি উপহার হিসেবে পেয়েছেন। পাশাপাশি সেগুলি যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

সব শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'সম্প্রতি অস্কার জিতে নিয়েছে 'এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স'। যেখানে হাতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা কাহিনি আকারে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে হাতিকে দিয়ে একদল মানুষ বেগার খাটাচ্ছে।' ২৭ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

বদলে যাচ্ছে নিয়মকানুন,

পুরীর মন্দিরে প্রবেশে এবার বিশেষ টিকিট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শীঘ্রই পুরীর মন্দির দর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে? বদলে যাচ্ছে নিয়মকানুন। ফের একবার টিকিট কেটে তবেই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন পুণ্যার্থীরা। সাত বছর পর ফিরছে পরিমানিক নিয়ম।গর্ভগৃহের বাহারা এবং ভিতর কথা অংশ থেকেই বর্তমানে ভক্তরা ভগবান জগন্নাথ, বলরাম এবং দেবী সুভদ্রার দর্শন করেন। তবে পারিমাণিক দর্শন ব্যবস্থা যে সকল ভক্তরা টিকিট কেটে প্রবেশ করবেন, তাঁদের এবার থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রী জগন্নাথ ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য প্রশাসক বলেন, 'আমাদের অনুমান, গর্ভগৃহের ভিতর ভক্তরা দলে দলে প্রবেশ করতে থাকলে পুজোয় বিঘ্ন ঘটবে। ভিতর কথা এলাকা যা গর্ভগৃহ থেকে ৩০ ফুট দূরে, সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে টিকিট কেটে ঢোকা পুণ্যার্থীদের।'তবে শ্রী জগন্নাথ ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিনামূল্যে মন্দির দর্শনের নিয়মে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

প্রতিদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য চালু করা হচ্ছে এউ পরিমাণিক দর্শন। অর্থাত টিকিট কেটে তবেই ঢুকতে পারবেন ভক্তরা। খুব শীঘ্রই নির্ধারণ করা হবে এই টিকিটের দাম।

শ্রী জগন্নাথ ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য প্রশাসক রঞ্জন কুমার দাস বলেন, 'সমস্ত নিযোগের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব। নিযোগ অর্থাত সেবায়েতদের সংগঠন। পরিমাণিক দর্শনের টিকিট মূল্য কত হবে, তা নিয়ে সেবায়েতদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।'

শ্রী জগন্নাথ ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশন সাত বছর আগে এই পরিমাণিক দর্শনের টিকিট মূল্য ৫০ টাকা ধার্য করেছিল। গর্ভগৃহে প্রবেশ করার জন্য ভক্তদের দিতে হয় ৫০ টাকা। দিনে মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য এই টিকিট মূল্য নির্ধারিত ছিল। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। সে সময় রাতারাতি এই পারিমাণিক দর্শন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

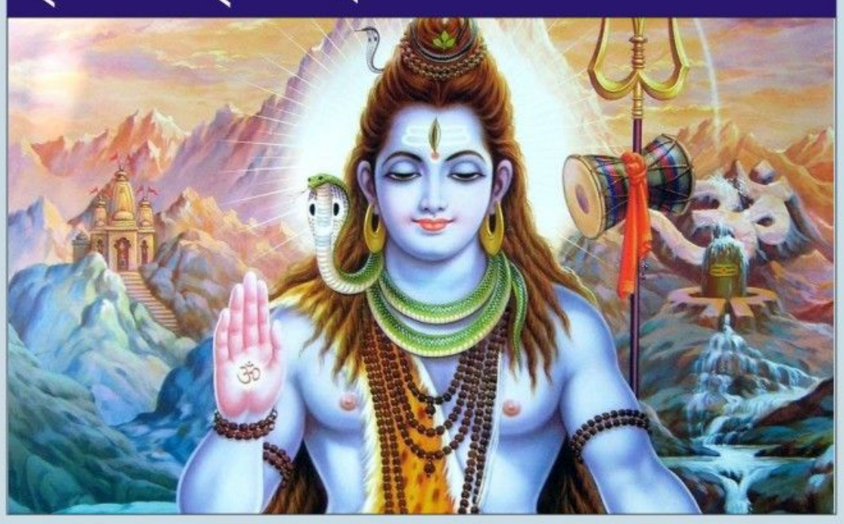

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

(ঋগ্বেদ-১/২/১-৯) ঋকগুলিতেই আমরা দেখি - "১। হে দর্শনীয় বায়ু এসো, এ সোমরস সমূহ অভিযুত হয়েছে; তা পান করো, আমাদের আহ্বান শ্রবণ করো। ২। হে বায়ু, যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিযুত করে তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ স্তব করছে। ৩। হে বায়ু, তোমার সোমগুণপ্রকাশক বাক্য সোম পানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসছে, অনেকের নিকট আসছে। ৪। হে ইন্দ্র ও বায়ু, এ সোমরস অভিযুত হয়েছে, অন্ন নিয়ে এসো; সোমরস তোমাদের কামনা করছে। ৫। হে বায়ু ও ইন্দ্র, তোমরা অভিযুত সোমরস জানো, তোমরা অন্নযুক্ত হব্যে বাস করো; শীঘ্র নিকটে এসো। ৬। হে বায়ু ও ইন্দ্র, অভিষবকারী যজমানের অভিযুত সোমরসের নিকটে এসো; হে বীরদ্বয়! এ কাজ ত্বরায় সম্পন্ন হবে। ৭। পবিত্রবল মিত্র ও হিংসকশত্রুনাশক বরুণকে আমি আহ্বান করি; তাঁরা ঘৃতাহুতি প্রদানরূপ কর্ম সাধন করেন। ৮। হে যজ্ঞ বর্ধয়িতা যজ্ঞস্পর্শী মিত্র ও বরুণ, তোমরা যজ্ঞফল দানার্থ এ বৃহৎ যজ্ঞে রয়েছো। ৯। ইন্দ্র ও বরুণ ঋত-সম্পন্ন, বহু লোকের হিতার্থে জাত ও বহু লোকের আশ্রয়ভূত; তাঁরা আমাদের বল ও কর্ম পোষণ করেন।"

প্রজাপতি সূক্ত : যদিও প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন জড়বস্তু, বৃষ্টি, বন্যা, অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতারূপে এক একজন দেবতার কল্পনা করা হয়েছে, তবু ঋগ্বেদে কোনো একজন দেবতাকে সর্বোপরি মনে করা হতো না। ঋষিগণ ইন্দ্র, সোম, বরুণের স্তবকালে তন্ময়চিত্তে তাঁদের গুণ ও মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে এই দেবতাদের পরিতুষ্ট করে এদের অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সর্বশেষ দশম মণ্ডলের মন্ত্রগুলিতে বহুদেববাদ অপেক্ষা একেশ্বরবাদেরই বেশি প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রজাপতি সূক্তের (ঋগ্বেদ-১০/১২১) ঋকগুলিতে বলা হয়েছে - "১। সর্বপ্রথমে তিনি কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ২। যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশ্যতাপন্ন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন, গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এ সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোনদেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৪। যাঁর মহিমাদ্বারা এ সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টি বলে উল্লেখিত হয়, এ সকল দিক বিদিক যাঁর বাহুস্বরূপ। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৫। এ সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাকলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করেছেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁর দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিলো, এবং সে দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত বলে বুঝতে পারলো, যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভূবন আচ্ছন্ন করেছিলো, তারা গর্ভ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করলো, তা হতে দেবতাদের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করলো, তখন তিনি নিজ মহিমাদ্বারা সে জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করেছিলেন, যিনি দেবতাদের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হলেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করবো? ১০। হে প্রজাপতি, তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ এ সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখতে পারে নি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।"

স্পষ্টতই এখানে এমন একজন সত্তাকে কল্পনা করা হচ্ছে যিনি কিনা অন্যান্য দেবতাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আবার ঋগ্বেদের দেবতাগণ যে একই সত্তার বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার তাও ঋগ্বেদের একটি ঋক বা মন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে এভাবে "একই পরম তত্ত্ব এই আদিত্যকে মেধাবীগণ বা তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি নামে অভিহিত করেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষ বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ণনা করে। একে অগ্নি, যম ও বায়ু বা মাতরিশ্বাও বলা হয়।" (ঋগ্বেদ-১/১৬৪/৪৬)

আত্মা সূক্ত : এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের এই দশম মণ্ডলের আত্মা সূক্তেরও (১০/১২৫) উল্লেখ করা যায়। এই সূক্তের দেবতা 'বাক'। আত্মাকেও এর দেবতা বলা হয়েছে। ঋকগুলিতে এই দেবতা নিজের বিষয়ে নিজেই বলছেন (ঋগ্বেদ-১০/১২৫) "১। আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। ২। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাদের উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি। ৩। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরূপে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি। ৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তায় সে সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না, তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য। ৫। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। ৬। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি। ৭। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করেছি। সে আকাশ এ জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সে স্থান হতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এ দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। ৮। আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বৃহৎ হয়েছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে।" (বাগ্দেবীর উক্তি)

বাগ্দেবীকে এ সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাক যে এ সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভেতর তার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সূক্তে বক্তা আপনাকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি বলছেন তিনি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছেন। তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট আছেন, তিনি সকল ভুবনে বিস্তারিত হন। ফলে এখানে অস্পষ্টভাবে সর্বেশ্বরবাদের ধারণার বীজ পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে উপনিষদে ব্রহ্মবাদে পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে করা যায়।

এখানে বলাবাহুল্য, একেশ্বরবাদের সাথে সর্বেশ্বরবাদের ধারণার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য হলো,- ওএকেশ্বরবাদ একজন মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী; কিন্তু তা ঠিক একবাদ নয়। তার পরিকল্পনায় ঈশ্বর ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব হতে পৃথক। তিনি সর্বশক্তিমান বটে; কিন্তু তিনি সৃষ্ট বিশ্বকে বাহির থেকে নির্মাণ করেন। সাধারণত তাঁকে বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং নিয়ন্তা বলে কল্পনা করা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'চন্দ্রমুখী'র চরিত্রে ভয় দেখালেন কঙ্গনা

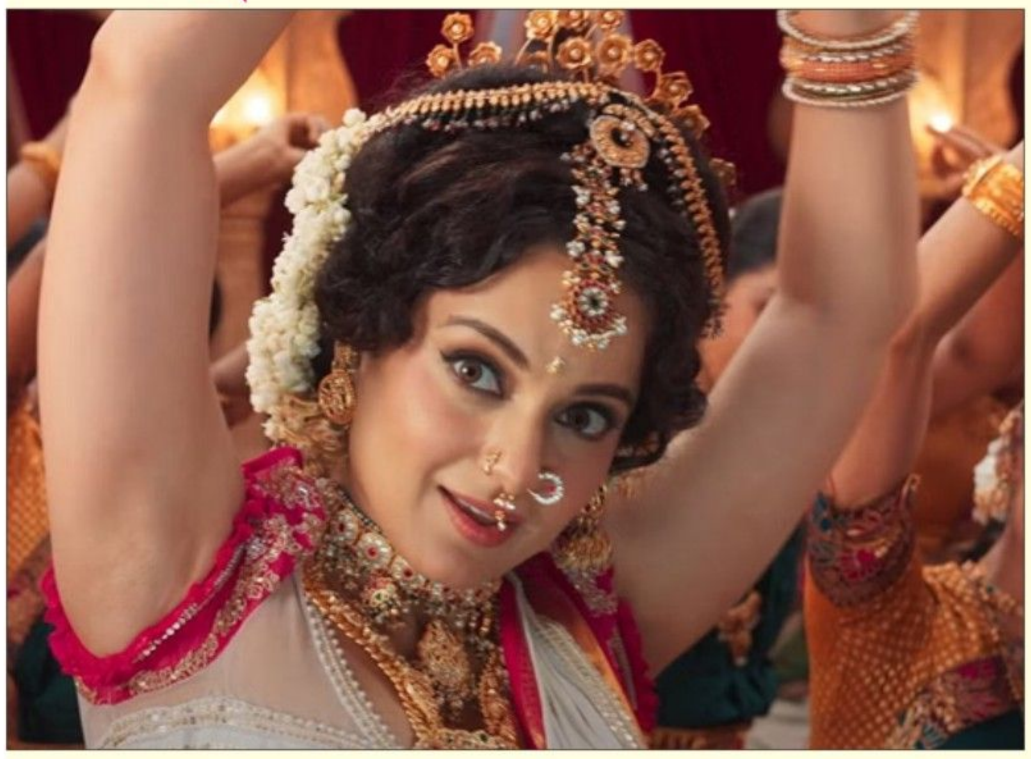

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : করোনার পর থেকে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। তারপর থেকে সময়টা ভালো যাচ্ছে না বলিউডের অন্যতম এই অভিনেত্রীর। জয়ললিতার বায়োপিক 'থালাইভি' থেকে অ্যাকশন থ্রিলার 'ধাকড়' ব্যাক টু ব্যাক দুটি ছবিই বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। যদিও হতাশ হতে নারাজ বলিপাড়ার কুইন। আসছে গণেশ চতুর্থীতে মুক্তি পাচ্ছে কঙ্গনার নতুন সিনেমা 'চন্দ্রমুখী ২'।

গেল রোববার চেন্নাইতে চন্দ্রমুখী ২-এর ট্রেলার প্রকাশ হয়। এবার চন্দ্রমুখী চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা। কয়েক মাস আগে 'চন্দ্রমুখী ২'-এর একটি গানের ভিডিওতে ভরতনাট্যম নাচের জন্য ট্রোলের শিকার হয়েছিলেন। এবার ছবির ট্রেলারে রীতিমতো ভয় দেখিয়েছেন কঙ্গনা। ২০05 সালে মুক্তি পাওয়া 'চন্দ্রমুখী'র স্মৃতি নিয়ে প্রকাশ হলো সিকুয়ালের ট্রেলার।

চন্দ্রমুখী ২-এর ট্রেলারে দেখা যায়, কোনো এক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিবার বড় এক প্রাসাদে আসে। এখানে এসে জড়িয়ে পড়ে নতুন ঝামেলায়। ১৭ বছর পর আবার চন্দ্রমুখীর গল্প নেয় নতুন মোড়। রাজদরবারের ২০০ বছরের পুরোনো এক ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ প্রকাশ্যে আসে। ছবির ট্রেলার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্কে জড়িয়েছে। ছবির নাম-ভূমিকায় কঙ্গনা থাকলেও, ২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডের ট্রেলারে হাতে গোনা দুই-তিনটি দৃশ্যে দেখা গেছে তাঁকে।

এই দুই-তিনটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় দর্শকরাও পছন্দ করেছেন। তামিল, তেলুগু, মালায়লাম এই তিনটি দক্ষিণী ভাষার পাশাপাশি হিন্দিতেও দেখা যাবে সিনেমাটি।

আবারও 'মিতিন মাসি' কোয়েল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পুরুষ গোয়েন্দার ভিড়ে প্রখ্যাত কথাশিল্পী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একমাত্র মহিলা গোয়েন্দা 'প্রজ্ঞা পারমিতা মুখোপাধ্যায়' ওরফে মিতিন মাসি'। ২০১৯-এর দুর্গাপূজায় তাকে প্রথম বড় পর্দায় এনেছিলেন পরিচালক অরিন্দম শীল।

'মিতিন মাসি' হয়েছিলেন কোয়েল মল্লিক। প্রথম ছবিতেই ক্যারাটে, জুজুৎসুর প্যাঁচে কোয়েল ধরাশায়ী করেছিলেন বিপক্ষদের। সেই টানটান উত্তেজনা ধরে রেখেই একই পরিচালক এবার নির্মাণ করেছেন 'জঙ্গলে মিতিন মাসি'। সম্প্রতি প্রকাশ হওয়া ছবির ট্রেলারে বলতে শোনা যায় জনপ্রিয় ছড়া 'হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে'র বদলে একজন বলছেন 'হাতি মারছে বাঘ মারছে' ...! এ ছড়া 'মিতিন মাসি'র কানেও পৌঁছায়।

তাই তিনি পণ করেন চোরাশিকারিদের কাছে থেকে বন্য প্রাণীদের রক্ষা করবেন। কোয়েল ছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে শুভ্রজিৎ দত্ত, অসীম রায়চৌধুরী, হিয়া, অরিজিৎ দত্তসহ অনেককে। আরও একবার মারকাটারি অ্যাকশন দৃশ্যে দুরন্ত কোয়েল। জঙ্গলে পৌঁছে চোরাশিকারিদের ধরতে কখনও দুর্গম পথে হেঁটেছেন। কখনও পাহাড়ে চড়েছেন। একই সঙ্গে বন্দুকের সঙ্গে মোকাবিলাও করেছেন। কখনও তিনি শাড়িতে কমনীয়। কখনও শার্ট-প্যান্টে তরবারির মতোই ধারালো।

ট্রেলারের বিবরণীতে পরিচালকের লেখা ছড়া অন্য আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গাপূজায় ছবিটি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাবে।

ক্যাটরিনাকে ছাড়িয়ে গেলেন নয়নতারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে অভিষেক হওয়ার আগেই নতুন এক রেকর্ড গড়া হয়ে গেল দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী নয়নতারার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দ্রুততম সময়ে মিলিয়ন অনুসারী পাওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করে ফেললেন তিনি, যার সুবাদে বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফকে ছাড়িয়ে গেলেন নয়নতারা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, লেডি সুপারস্টারখ্যাত এই অভিনেত্রী তাঁর প্রথম বলিউড ছবি 'জওয়ান' মুক্তি উপলক্ষে সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে যোগ দিয়েছেন। এরপর যা হয়েছে তা অভাবনীয়। মাত্র ১০ ঘণ্টায় এ অভিনেত্রীর অনুসারী ছাড়িয়ে গেছে ১ মিলিয়ন! যা এখন ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে মিলিয়ন অনুসারীর রেকর্ড দখলে ছিল ক্যাটরিনা কাইফের; যা তিনি অর্জন করেছিলেন ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে।

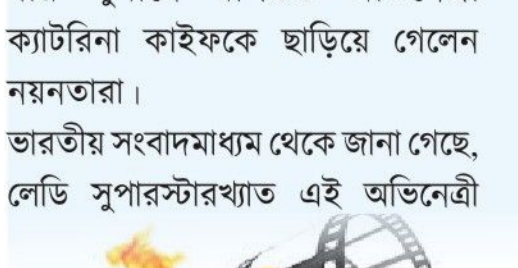

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে আরও জানা গেছে, ইনস্টাগ্রামে নয়নতারার প্রথম পোস্টটি ছিল 'জওয়ান' ছবির হিন্দি ট্রেলার, যা একই দিনে ছবির নির্মাতাও প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি অভিনেত্রী সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম দেওয়া তাঁর দুই ছেলে উইর ও উলাগামের একটি সুন্দর ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করেছেন; যা দেখে অনুসারীদের অনেকেই ছবির নিচে ভালোবাসার ইমোজি তুলে ধরেছেন। নয়নতারা তাঁর স্বামী ভিগনেশ সিভান, 'জওয়ান' ছবির সহ-অভিনেতা শাহরুখ খানসহ ফটো শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে মাত্র ১০ জনকে অনুসরণ করছেন। সে তালিকায় রয়েছেন অভিনেত্রীর স্বদেশি অভিনয়শিল্পী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, সামান্থা রুথ প্রভু, হলিউড তারকা জেলিভার অ্যানিস্টন প্রমুখ।

এদিকে শাহরুখ-নয়নতারা জুটির প্রথম ছবি 'জওয়ান' নিয়ে দর্শক কৌতূহল বেড়েই চলেছে। রেকর্ড দামে অগ্রিম বিক্রি হচ্ছে এই ছবির টিকিট। অ্যাটলি পরিচালিত ছবিটিতে নয়নতারাকে দেখা যাবে দুর্ধর্ষ এক পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকায়। অ্যাকশনধর্মী ছবিতে আগেও অভিনয় করেছেন এই লেডি সুপারস্টার। তবে 'জওয়ান' ছবিতে দর্শক তাঁকে নতুনরূপে আবিষ্কার করবেন বলেই মত নয়নতারার।

জালিয়াতি চক্রের ফাঁদে শ্রীলেখা, ফোন কলে খোয়ালেন লক্ষাধিক টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কদিন আগে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন কলকাতা বাংলার অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। এরই মধ্যে তার সঙ্গে ঘটল প্রতারণার ঘটনা। প্রতারক চক্রের ফোন কলে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতেই ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষাধিক টাকা উধাও হলে গেল শ্রীলেখার। প্রতারণার বিষয়টি থানা ও সাইবার সেলে জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, লক্ষ টাকার জালিয়াতির চক্রে একটি অচেনা নম্বর থেকে শ্রীলেখার ফোন এসেছিল ফোন। সে ফোনটি তুলতেই ঘটে বিপত্তি। জনৈক ব্যক্তি অভিনেত্রীকে তার মোবাইলে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলেন। তারপর যে কী করে কী ঘটে গেল তা বুঝতে পারেননি শ্রীলেখা। পরক্ষণেই দেখেন তার একাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা উধাও।

শ্রীলেখা বলেন, নিজেকে তো চালাক বলতেই চাই। কিন্তু আমি তো বোকাই। আমার মতো যাতে আর কাউকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়, তাই সকলকে সতর্ক করছি। কত টাকা খোয়া গেছে সেটা বলতে চাই না। তবে লক্ষের বেশি টাকা জালিয়াতি করা হয়েছে। থানায় জানিয়েছি। সাইবার সেলের সঙ্গেও কথা বলেছি। খবর পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। এখন সবটাই সময়সাপেক্ষ।

সম্প্রতি তথাগত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পারিয়া' ছবিটির শুটিং শেষ করেছেন শ্রীলেখা। আগামী দিনে আবারও নিজের পরিচালনার কাজ শুরু করবেন। কথাবার্তা চলছে। ভাল প্রযোজকের অপেক্ষায় রয়েছেন অভিনেত্রী।

আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে ফ্রান্সের পাঁচে পাঁচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরো বাছাইপর্বে রীতিমত উড়ছে ফ্রান্স। টানা পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জয় পেল তারা।

আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারানোর পর ২০২৪ ইউরোর অনেকটাই কাছে চলে গেছে দিদিয়ের দেশমের দল। পাঁচ ম্যাচ শেষে পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে নিজেদের গ্রুপের শীর্ষে।

পার্ক দ্য প্রিন্সেসে ম্যাচের শুরু দেখেই মিডফিল্ড নিজেদের দখলে রাখে ফ্রান্স। দাপুটে খেলার সুফল তারা পায় ম্যাচের ১৯তম মিনিটে। কিলিয়ান এমবাপ্পের পাস থেকে ১৮ মিটার দূরের শটে তাদের এগিয়ে দেন অরেলিয়ে চুয়ামেনি। বিরতির পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বদলি হিসেবে নামা মার্কাস থুরাম। ফ্রান্সের জার্সিতে এটাই তার প্রথম গোল। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'আমি আরও একটি গোল করতে পারতাম, তবে আশা করি এটা পরবর্তী ম্যাচে আসবে।'

দলের পারফরম্যান্সে একদমই সন্তুষ্ট কোচ দেশম। খুঁত ধরার কোনো জায়গা নেই বলে মনে করেন তিনি। দেশম বলেন, 'অভিযোগ করার সুযোগ নেই। আমরা এখনো কোয়ালিফাই করিনি তবে এখন পর্যন্ত ভালো একটি অভিযান ছিল। সমাধান খুঁজে পাওয়া সবসময় সহজ ছিল না এবং আমরা আরও গোল করতে পারতাম।'

ফ্রান্সের চেয়ে দুই ম্যাচ কম খেলে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে নেদারল্যান্ডস। গতকাল নিজেদের মাঠে গ্রিসকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা।

২০২৬ বিশ্বকাপ

মেসি ম্যাজিকে জয় দিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করলো আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জয় দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু করলো আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির অনবদ্য পারফর্ম্যান্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইকুয়েডরকে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের একমাত্র গোলটিও করেছেন মেসি।

ঘরের মাঠ বুয়েন্স আয়ারসের মাস মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হয় লিওনেল স্কালোনির দল। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে আকাশী-নীল জার্সিধারীরা। ম্যাচের ১৬ মিনিটে প্রথম আক্রমণে যায় আর্জেন্টিনা। ২৮ মিনিটেও দুটো ভালো সুযোগ পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু বল লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এনজো ফার্নান্দেজ ও লাউতারো মার্টিনেজ। প্রথমার্ধ শেষের খানিক আগে ইকুয়েডরও আক্রমণ শানায় আর্জেন্টিনার গোলপোস্টে। কিন্তু গোলের দেখা পায়নি। ফলে গোলশূন্য সমতা নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে দুই দল।

বিরতির পর ইকুয়েডরের গোলপোস্টে মুহুর্মুহু আক্রমণ চালায় মেসি-রোমেরো-নিকোলাস গঞ্জালেসরা। কিন্তু বারবার হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাদের। অবশেষে ৭৮ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। নিজেদের বক্সের সামনে লাউতারো মার্টিনেজকে ফাউল করেন ইকুয়েডর মিডফিল্ডার ময়জেস কাইসেদো। ফ্রি কিক পায় আর্জেন্টিনা। ২১ গজ দূর থেকে মেসির বাঁকানো ফ্রি কিকটি ইকুয়েডর গোলকিপার এরনান গ্যালিন্দেজের চেয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের অন্য ম্যাচে পেরুর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে প্যারাগুয়ে। ভেনেজুয়েলাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া।

নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপ দলে চমক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাছাইপর্বে রানার্সআপ হয়ে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে নেদারল্যান্ডস। সেই টুর্নামেন্টে অবশ্য খেলেননি দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রুলফ ফন ডার মারওয়ে ও কলিন অ্যাকারম্যান। তবে ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ দলে ঠিকই জায়গা করে নিয়েছেন তারা।

স্কট এডওয়ার্ডসকে অধিনায়ক রেখে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডস। বাছাইপর্বের মতো বিশ্বকাপের মূল আসরেও দলে জায়গা হয়নি পেসার ফ্রেড ক্লাসেনের। এছাড়া বিশ্বকাপের টিকিট পাননি টিম প্রিঙ্গল ও টম কুপারও। দলে আছেন অনভিষিক্ত সাইব্রান্ড এঙ্গেলব্রেখট। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা এই ক্রিকেটার এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ মাতানোর অপেক্ষায়। আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর পরের দিনই অবশ্য মাঠে নামবে নেদারল্যান্ডস। হায়দরাবাদে প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী পাকিস্তান। এর আগে অস্ট্রেলিয়া ও স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা।

নেদারল্যান্ডেসের বিশ্বকাপ স্কোয়াড: স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), ম্যাক ও'ডাউড, বাস ডি লিডি, বিক্রম সিং, তেজা নিদামানুরু, পল ফন মেকেরেন, কলিন অ্যাকারম্যান,রুলফ ফন ডার মারওয়ে, লোগান ফন বিক, আরিয়ান দত্ত, রায়ান ক্লেইন, ওয়েসলি বারেসি, সাকিব জুলফিকার, শারিজ আহমেদ, সাইব্রান্ড এঙ্গেলব্রেখট।

টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভাঙার পথে মুশফিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারকে যদি ক্রিকেটের বরপুত্র বলা হয় তাহলে ভুল হবে না। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি, হাফ সেঞ্চুরি, সর্বোচ্চ রান সবগুলোই রয়েছে তার দখলে। একইসঙ্গে আরও একটি রেকর্ড রয়েছে তার ক্যারিয়ারে যেটি কিনা কেউ চাইবেনই না ভাঙতে।

টেন্ডুলকারের এই রেকর্ডটি হলো সর্বোচ্চ হারের রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে হারের মুখ দেখেছেন সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার।

তার এই রেকর্ডে ভাগ বসানোর হাতছানি দেখছেন জাতীয় দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। কেবল আর বাংলাদেশের ১০টি ম্যাচে হারের সঙ্গী হলেই টেন্ডুলকারকে টপকে সর্বোচ্চ হারের দেখা পাওয়া ক্রিকেটার হিসেবে নাম লেখাবেন ডানহাতি এই ব্যাটার।

একইসঙ্গে এশিয়া কাপের বাকি দুই ম্যাচে বাংলাদেশ যদি হারে তাহলে যৌথভাবে মুশি জায়গা করে নেবেন এই তালিকার দুইয়ে থাকা সাবেক লঙ্কান দলপতি মাহেলা জয়াবর্ধনের সঙ্গে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেন্ডুলকার পরাজয়ের মুখ দেখেছেন ২৫৬ ম্যাচে। দুইয়ে থাকা জয়াবর্ধনে ২৪৯ আর তিনে থাকা মুশি দলের হারে সঙ্গী ছিলেন ২৪৭ ম্যাচে।

সর্বোচ্চ হারের মুখ দেখা ক্রিকেটারদের ১০ জনের তালিকায় মুশি ছাড়াও রয়েছেন আরও দুই বাংলাদেশী। ২২৮ ম্যাচ হেরে তালিকার ৯ নম্বরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। আর ২২৫ ম্যাচে হারের মুখ দেখে দশম অবস্থানে সাবেক ওয়ানডে দলপতি তামিম ইকবাল।

জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মুশফিক খেলেছেন ৪৪২ ম্যাচ, সাকিব খেলেছেন ৪২১ ম্যাচ, মাহমুদউল্লাহ ৩৮৯ ম্যাচ, তামিম ৩৮৫ ম্যাচ।

এতো গেলো পরাজয়ের কাহিনী। এবারে একটু দেখা যাক জয়ের সাফল্যগাথা।

বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে জয়ের সাক্ষী তিন ফরম্যাটের দলপতি সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের ১৭৪টি জয়ের সাক্ষী তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭৩ ম্যাচে জয় দেখেছেন মুশফিকুর রহিম। এরপর যথাক্রমে অবস্থান করছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (১৫৫), তামিম ইকবাল (১৪৩) ও মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা (১১৮)।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড সাবেক অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে দলের মোট ৩৭৭ ম্যাচে জয়ের সঙ্গী তিনি। ৩৩৬ জয় পেয়ে তালিকার দুইয়ে রয়েছেন জয়াবর্ধনে। আর ৩০৭ জয় নিয়ে তিনে টেন্ডুলকার।

ক্রিস্তিয়ানোকে ভালোবাসলে মেসিকে ঘৃণা করার প্রয়োজন নেই : রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে লিওনেল মেসির দ্বৈরথ প্রায় দেড় যুগ বুঁদ করে রেখেছিল পুরো ফুটবল দুনিয়াকে। দুজন খেলতেনও দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদে।

তাদের নিয়ে তর্কে মেতে থাকতেন সমর্থকরা। এখন সময় বদলে গেছে। দুজনেরই বয়স চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মেসি ও রোনালদো পৌঁছে গেছেন ক্যারিয়ার সায়াহ্নে। একজন একজন সৌদি লিগে আরেকজন খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রে। আগের সেই দ্বৈরথ বা আলোচনাও এখন নেই। ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোও বলছেন, মেসির প্রতি তার সম্মানের কথা। পর্তুগালের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে মাঠে নামার আগে তিনি জানিয়েছেন, দুজনের কোনো দ্বৈরথও নেই।

সংবাদ সম্মেলনে রোনালদো বলেন, 'যে কেউ ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে ভালোবাসলে তার মেসিকে ঘৃণা করার প্রয়োজন নেই। তারা দুজনই ভালো। তারা ফুটবলের ইতিহাস বদলে দিয়েছে। আমরা পুরো পৃথিবীজুড়ে সম্মান পাই, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে তার পথ তৈরি করেছে, আমি আমারটা। আমি যেটুকু দেখেছি, মেসি ভালো করেছে।'

'এটা চলছেই। লেগেসি চলবে, আমি এটাকে কোনো দ্বৈরথ হিসেবে দেখি না। ইতোমধ্যেই বলেছি- আমরা একটা মঞ্চ ১৫ বছর ভাগাভাগি করেছি, আমি বলবো না বন্ধ, কিন্তু পেশাদার সহকর্মী; আমরা একে-অন্যেকে সম্মান করি।'

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে সৌদি লিগের দল আল নাসরে যান রোনালদো। তখন বেশ সমালোচনা হলেও এখন অনেক নামি তারকারাই যাচেছন সেখানে। আরেকদিকে গত বছরের ডিসেম্বরে আরাধ্য বিশ্বকাপ জেতেন মেসি। এ মৌসুমের শেষে পিএসজি ছেড়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে। সেখানেও দারুণ সময়ই কাটাচ্ছেন তিনি।

যে অসাধারণ কীর্তি গড়লেন বাভুমা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে একপ্রান্ত আগলে রেখে ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। বৃহস্পতিবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে অজি পেসারদের তোপে রীতিমতো ধসে পড়ে প্রোটিয়াদের ব্যাটিং লাইন-আপ। অলআউট হয় ২২২ রানে।

কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একাই দাঁড়িয়ে যান বাভুমা। তার ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরিতে ভর করে লড়াকু সংগ্রহ পায় স্বাগতিকরা। ওপেনিংয়ে নেমে বাভুমা ১৪২ বলে ১৪ চার ১ ছক্কায় ১১৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস যখন শেষ হলো, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা একে একে এগিয়ে গেলেন টেম্বা বাভুমার দিকে। প্রোটিয়া অধিনায়ককে অভিনন্দন জানালেন তারা। ওয়ানডেতে ইতিহাসের ১৩তম, আর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ওপেনিংয়ে নেমে শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করেছেন বাভুমা।

বাভুমার ২৩ বছর আগে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছিলেন হার্শেল গিবস। ২০০০ সালে সেই ম্যাচে পাকিস্তানের দেওয়া ১৬৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১০১ রানেই অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। তবে দলের সব ব্যাটার আউট হয়ে গেলেও ওপেন করতে নেমে অপরাজিত ৫৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন গিবস।

এদিন ২২৩ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১১. ১ ওভারে মাত্র ৭২ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। পরে ১১৩ রানে হারায় ৭ উইকেট। এই অবস্থা থেকে দলকে ৩ উইকেটের জয় এনে দিতে ৯৩ বলে অপরাজিত ৮০ রান করেছেন লাবুশেন।

অথচ অস্ট্রেলিয়ার একাদশে ছিলেন না লাবুশেন, ছিলেন বদলি খেলোয়াড়ের তালিকায়। ক্যামেরন গ্রিনের মাথায় বল লাগলে তিনি মাঠের বাইরে চলে যান। তার কানকাশন বদলি হিসেবে লাবুশেন ক্রিজে আসেন অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম উইকেট হারানোর পর।

উইকেটে আসার পর স্কোরবোর্ডে আর ৪১ রান উঠতেই আরও দুজন সঙ্গীকে হারান লাবুশেন। এরপর অ্যাস্টন অ্যাগারকে নিয়ে শুরু করেন লড়াই। সেই লড়াই শেষ করেন জয় নিয়ে মাঠ ছেড়ে।

আগস্ট মাসের সেরার লড়াইয়ে বাবর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগস্ট মাসের শীর্ষ তিন ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেছে আইসিসি। যেখানে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছেন তারই সতীর্থ শাদাব খান। তালিকায় আরেকজন হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটকিপার-ব্যাটার নিকোলাস পুরান। দুর্দান্ত সময় পার করছেন বাবর। এশিয়া কাপে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচেই খেলেছেন দেড়শ রানের ইনিংস। এর আগে আফগানিস্তান সিরিজের শেষ দুই ম্যাচেও তার ব্যাট থেকে এসেছে ফিফটি। গত মাসে দারুণ এই পারফরম্যান্সের কারণে অনুমিতভাবেই সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাবর।

এদিকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন পাক অলরাউন্ডার শাদাব খান। প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে ৩৯ বলে ৫০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বল হাতে নেন আবদুল রহমানের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দল যখন বিপর্যয়ে তখন একাই লড়ে গেছেন। ৩৫ বলে তার ৪৮ রানের ইনিংসে ভর করেই ম্যাচটি জিতে পাকিস্তান। শেষ ম্যাচে বল হাতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে রেকর্ড বোলিং ফিগার ২৭ রানে নেপালের ৪ উইকেট তুলে নেন পাক এই অলরাউন্ডার। মাসসেরার তালিকায় থাকা আরেক ক্রিকেটার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিধ্বংসী ব্যাটার নিকোলাস পুরান। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ে যিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। প্রথম ম্যাচে ৪ রানের নাটকীয় জয়ে ব্যাট হাতে পুরান খেলেছিলেন ৩৪ বলে ৪১ রানের ইনিংস। এই ফর্ম তিনি নিয়ে যান দ্বিতীয় ম্যাচেও। ৪০ বলে ৬৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলকে এনে দেন জয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে ভারত কামব্যাক করলেও শেষ ম্যাচে ব্যাট হাতে আবারও ঝড় তোলেন পুরান। ৩৫ বলে ৪৭ রানের ইনিংস খেলে দলের সিরিজ জয়ে রাখেন বড় অবদান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR